দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 06 AUG 2007
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

নানা সমস্যা পিরোজপুর সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজের শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস করছে

।। পিরোজপুর অফিস ।।

পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষের অভাব, বিজ্ঞান ভবন ও প্রশাসনিক ভবনের জীর্ণদশা, শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষকদের দলাদলি সর্বোপরি অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ দ্বন্দ্বসহ নানাবিধ সমস্যার কারণে পিরোজপুর সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজের পরিবেশ বর্তমানে শিক্ষাদানের উপযোগী নেই। জেলার সর্বোচ্চ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে ১৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্সসহ উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় চার হাজার। এর মধ্যে ১৪টি অনার্স কোর্সে অধ্যয়নরত। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২ হাজার ৫৮০ জন। উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগে ৭২০ জন এবং স্নাতক পর্যায়ে প্রায় ৪০০ ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এ বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষক নেই। কলেজের তিনতলা বিশিষ্ট দু'টি একাডেমিক ভবন থাকলেও অনার্স কোর্সের বিভাগীয় রুম, সেমিনার কক্ষ ও ক্লাস রুমের জন্য স্থান সংকুলান হচ্ছে না। এ দু'টি ভবনের মাত্র ১৪টি রুমকে অনার্স কোর্সের শ্রেণীকক্ষ হিসাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে।

শ্রেণীকক্ষের অভাবে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কলেজের পুরাতন ও জরাজীর্ণ একটি টিন শেড ভবনে ক্লাস করতে হচ্ছে। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৬৫ সালে নির্মিত মূল ভবনটি অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বর্তমানে এ ভবনটিতে প্রশাসনিক দপ্তর, অধ্যক্ষের রুম, শিক্ষক মিলনায়তন, কম্পিউটার ল্যাব, ছাত্রী কমনরুমসহ কয়েকটি শ্রেণী কক্ষ অবস্থিত। ভবনটির বিভিন্ন অংশে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে, ছাদের প্লাষ্টার খসে পড়ছে। বর্ষা মৌসুমে ছাদ চুয়ে পানি পড়ছে। বর্তমানে অধ্যক্ষের রুম, শিক্ষক মিলনায়তন, ছাত্রী কমন রুমসহ বেশ কয়েকটি শ্রেণী কক্ষের অবস্থা খুবই শোচনীয়। ভবনের ছাদ ধসে যেকোন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ট্রাজেডির মত মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে পারে। কলেজ ভবনটির অবস্থাও করুণ। এ ভবনেরও বিভিন্ন অংশে ফাটলসহ ছাদের প্লাষ্টার উঠে গেছে। ছাদ থেকে পানি পড়ে। এভবনে প্রাণী বিদ্যা, জীববিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যাসহ কলেজ লাইব্রেরি অবস্থিত। সম্প্রতি প্রাণী বিদ্যা বিভাগের সেমিনার কক্ষের ফ্যান চলতে চলতে ছাদের রড খসে পড়ে যায়। কলেজের ছাত্র সংসদ ভবন পুরোপুরি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে আছে। ছাত্র-সংসদ ও পুরনো হোস্টেল এলাকায় কলেজের কতিপয় তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী কৃষি ক্ষেত তৈরি করেছে। এসব কৃষি ক্ষেতের লতাজাতীয় গাছে ছাত্র-সংসদ ভবনে আচ্ছাদিত থাকায় ভবনটি নষ্ট হয়ে গেছে।

সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজটি ১৯৮০ সালে জাতীয়করণ করা হলেও অদ্যাবধি কলেজের শিক্ষক সংকট দূর হয়নি। উচ্চ মাধ্যমিক স্নাতকসহ বাংলা, ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন, ইসলামি ইতিহাস, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণী বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও গণিত-এ ১৪টি বিষয় অনার্স কোর্সের পাঠদানের জন্য মাত্র ৫২ জন শিক্ষক রয়েছেন। যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সৈয়দ আলী আযম জানান রাষ্ট্র বিজ্ঞান অনার্স কোর্সে প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থী রয়েছে। এ বিভাগে শিক্ষক মাত্র ৪ জন। এ ৪ জন শিক্ষককে অনার্স কোর্সসহ উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের ক্লাস নিতে হয়। তিনি জানান, এ বিভাগে কমপক্ষে আরও তিনজন শিক্ষক প্রয়োজন। কলেজের শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো: নুরুল মঈন জানান, প্রতিটি বিভাগেই শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে। ফলে নিয়মিত সকল ক্লাস নেয়া সম্ভব হয় না।

এদিকে কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড দলাদলি। কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মো: মোস্তাকুন্নবী এবং উপাধ্যক্ষ রেনু সুলতানার মধ্যে চরম বিরোধ চলছে। ফলে কলেজের প্রশাসনিক কাজসহ শিক্ষা কার্যক্রমে নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন শিক্ষক জানান, অধ্যক্ষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে কলেজ ফাণ্ড থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উত্তোলন করে নেয়াসহ নানাবিধ অনিয়মের সাথে জড়িত রয়েছেন এছাড়া কলেজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজসহ প্রশাসনিক কাজে তিনি অন্যান্য শিক্ষককে অসহযোগিতা করে চলেছেন বলে শিক্ষকদের অভিযোগ। উপাধ্যক্ষ রেনু সরোয়ারের অপেশাদারী আচরণের কারণে কলেজের শিক্ষকদের সাথে তার এক ধরনের অসহযোগ চলছে।

কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মো: মোস্তাকুন্নবী জানান, কলেজের মূল ভবন ও বিজ্ঞান ভবনের অবস্থা খুবই শোচনীয়। দু'টি একাডেমিক ভবন থাকলেও শ্রেণী কক্ষের অভাব রয়েছে। ১৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স, ডিগ্রী (পাস) কোর্স ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য প্রতি পিরিয়ডে কমপক্ষে ৩২টি শ্রেণী কক্ষের প্রয়োজন। শ্রেণীকক্ষের সমস্যা সমাধানের জন্য আরও একটি নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা